দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 OCT 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

চুয়াডাঙ্গার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

চুয়াডাঙ্গা, ২৮শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, বই-খাতা-কলমসহ কাগজের মূল্যবৃদ্ধির ফলে চুয়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাসহ ৪টি উপজেলায় মোট ২শ' ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুধুমাত্র জেলা ও উপজেলা সদরের দু'একটি বিদ্যালয় ছাড়া বাদবাকী প্রায় সকল বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এই সমস্ত বিদ্যালয় অধিকাংশই টিনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। এ ছাড়া খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরী বেশ কিছু বিদ্যালয় আছে। ফলে বর্ষার সময় সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলেই এসব ছাউনি উড়ে যায়। গত বন্যায় এবং ঝড়-বৃষ্টিতে যে সমস্ত বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা সংস্কার করা হয়নি। এমন অনেক পাকা বিদ্যালয় আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়নি। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শ্রেণী কক্ষের অভাবে গাছতলায় বসে ক্লাস করতে হয়।

অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক টেবিল চেয়ার বেঞ্চ আলমারি ও ব্ল্যাকবোর্ড নেই। ছাত্রছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকগণও চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার আবশ্যক হলেও শতকরা ৯০ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন পাঠাগারের অস্তিত্ব নেই। জেলা ও উপজেলা সদরের দু'একটি স্কুলে পাঠাগার থাকলেও বইয়ের অভাবে তা পাঠাগারের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ফলে, শিক্ষকগণসহ ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় সংলগ্ন পানীয় জলের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হলেও শতকরা ৫০ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন নলকূপ নেই। কোথাও কোথাও থাকলেও সেসব নলকূপ অচল হয়ে রয়েছে। পায়খানা প্রস্রাবখানার কোন সুব্যবস্থা নেই। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই। ফলে, শরীর চর্চা শিক্ষাসহ সকল প্রকার খেলাধুলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত। এছাড়াও কর্তব্য পালনে শিক্ষকদের ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের চরম অবহেলার কারণে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের সাথে সাথে লেখাপড়ার মানও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।